সংবাদ

তারিখ ... 2 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাউবিতে ২ কোটি টাকা আত্মসাতের তৎপরতা

রাকিব উদ্দিন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) দুই কোটি টাকা তছরুপ হচ্ছে। একটি বিদেশি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের 'সিকিউরিটি' মানি পরিশোধের নামে এ দুই কোটি-টাকা তছরুপের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ করে এনেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চক্র। বাউবির অভ্যন্তরীণ তিনটি উপ-কমিটি নাম-পরিচয়হীন ভুয়া ব্যক্তিদের নামে বিল পরিশোধের বিরোধিতা করলেও প্রতিষ্ঠানের প্রভাবশালী কর্তারা ওই বিল পরিশোধে অনড় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৯৮ সালে প্রায় ৬০ কোটি টাকায় বাউবির বিশাল মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ করা হয়। ওই অর্থের মধ্যে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানিতে। আর এসব যন্ত্রপাতি আত্মসাতের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

আত্মসাতের : তৎপরতা

(১৬পৃষ্ঠার পর)

সরবরাহের কাজটি পায় যুক্তরাজ্যভিত্তিক ফোর-এ ইউকে লিমিটেড নামে একটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠান তাদের নির্ধারিত মেয়াদে সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তাদের ব্যাংক গ্যারান্টির তিন লাখ ৭৮ হাজার ৬৩৮ পাউন্ড বাংলাদেশি মুদ্রায় নগদায়ন করে বাউবির হিসাবে জমা রাখা হয় যা স্থানীয় মুদ্রায় দুই কোটি ৮৫ লাখ টাকা। এরপর ২০০৩ সালে ফোর-এ ইউকে লিমিটেড এবং বাউবির মধ্যে নতুন করে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ফোর-এ ইউকে লিমিটেড বাকি যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করে দেয়। পরে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি চুক্তি অনুযায়ী সব মালামাল বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দেয়। এতে তাদের ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ পরিশোধ করা হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী নগদায়ন করা দুই কোটি ৮৫ লাখ টাকাই ওই প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে টাকার অবমূল্যায়ন হওয়ায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানটি যে পরিমাণ পাউন্ড জামানত রেখেছিল স্থানীয় মুদ্রায় সে পরিমাণ পাউন্ড ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। এতে প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত এক লাখ ১৩ হাজার ৯২৬ পাউন্ড দাবি করে। এ বিষয়ে বাউবি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংক অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে। একপর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে চিঠি দেয়। কিন্তু দীর্ঘ ৯ বছরেও বিদেশি ওই প্রতিষ্ঠানটি টাকা দাবি করে কোন আবেদন করেনি। সম্প্রতি হঠাৎ একটি চক্র এ অর্থ দাবি করে আসছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বৈধ কোন প্রতিনিধি বলে প্রমাণও দেখাতে পারেনি। লিখিত কোন আবেদনও করেনি। কেবল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে প্রতিদিন কর্মকর্তাদের কক্ষে ধর্ণা দিচ্ছে এবং তদবির করছেন। এতেই সম্মত হয়ে যায় বাউবির একটি প্রভাবশালী চক্র। এখন বাউবির এ অসাধু চক্র দু'জন ভুয়া ব্যক্তির নামে ওই অর্থ পরিশোধে জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। কীভাবে দ্রুত ওই পাওনা পরিশোধ করা যায় সে সম্পর্কে প্রস্তাবনা তৈরি করতে কয়েক মাস আগে অত্যন্ত গোপনে তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সবক'টি কমিটিই বলেছে, যাদের নামে পুরনো বিল ছাড় করা হচ্ছে তা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই প্রয়োজন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাউবির উপাচার্য (ভিসি) প্রফেসর ড. আরআইএম আমিনুর রশিদ গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'আইনের বাইরে আমি কোন কাজ করব না। কোন ভুয়া ব্যক্তির কাছে সিকিউরিটি মানি পরিশোধ করব কেন? মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছিল এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায়। ইউজিসির পরামর্শ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সিকিউরিটি মানি রিফান্ড (পরিশোধ) করা হচ্ছে। আর প্রতিষ্ঠানটি এতদিন সিকিউরিটি মানির জন্য আবেদন করেনি বলে তাদের পাওনা রিফান্ড (পরিশোধ) করব না?'

তিনি আরও বলেন, 'সিকিউরিটি মানি পরিশোধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি ও একজন সাবেক মহাহিসাব রক্ষকের (ফজলুল হক) নেতৃত্বে একটি পর্যালোচনা কমিটিসহ মোট তিন কমিটির প্রস্তাবনা নেয়া হয়েছে যাতে এ কাজে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়'। এতদিন পর সিকিউরিটি মানি পরিশোধ করা হচ্ছে কেন সে সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, 'এতদিন এ বিষয়টি আমার নজরে আসেনি। কারণ অতীতের ভিসিরা এ বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা এ সংক্রান্ত অনেক ফাইল গায়েব করেছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটির পাওনা রিফান্ডে বিলম্ব হচ্ছে। তাছাড়া বাউবিতে নানারকম স্বার্থান্বেষী মহল আছে। তারা এ অর্থ পরিশোধ না করার পক্ষে'। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ফজলুল হক গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'আমি দু'তিন মাস আগেই বাউবি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। যারা টাকা দাবি করেছেন তাদের দাবি ঠিক আছে কি না তা ভালোভাবে যাচাই করা দরকার। কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন সবকিছু ঠিক আছে'। জানা গেছে, সিকিউরিটি মানি পরিশোধের বিষয়ে বাউবির অর্থ হিসাব বিভাগ বলেছে, প্রায় দুই কোটি টাকার মতো অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় স্থানান্তর করার আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি প্রয়োজন। আর কোন ব্যাংক এবং কত নম্বর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা স্থানান্তর হবে, কারা চেক গ্রহণ করবে তাদের বৈধতার বিষয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কোন বৈধতা ও অস্তিত্ব আছে কি না তা নিশ্চিত না হয়ে অর্থ প্রদান করা যাবে না। কারণ স্থানান্তরিত অর্থ প্রকৃত দাবিদারের কাছে যাচ্ছে নাকি অন্য কেউ এ টাকা আত্মসাৎ করছে তা নিশ্চিত না করে এত বিরাট অংকের অর্থ স্থানান্তর করা সম্ভব নয়।